NEHRU MEMORIAL
TECHNO GLOBAL HOSPITAL
Care with Compassion

আজকাল
কলকাতা মঙ্গলবার ১ সেপ্টেম্বর, ২০২০

NEHRU MEMORIAL
TECHNO GLOBAL H
Care with

Share Tweet + -

জ্বালানির ক্ষেত্রে বিকল্প শক্তির সন্ধান চাই: শোভনদেব

আজকালের প্রতিবেদন

অর্থনীতির সার্বিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যাতে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হয়, সে প্রসঙ্গে পরিবেশ ও শক্তি সম্পর্কিত তাদের ১৩তম আলোচনাসভার আয়োজন করল বণিকসভা বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিআই)। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ইংল্যান্ডের গ্লাসগোতে আগামী ১ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে আলোচনাসভা সিওপি২৬। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই এই সভার আয়োজন। অনলাইন এই সভার মূল সহযোগী দেশ ইংল্যান্ড ছিল তাদের সঙ্গে। বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ভাষণে বলেন, 'দূষণ এই মুহূর্তে ভাবনার বিষয়। আমাদের জ্বালানির ক্ষেত্রে বিকল্প শক্তির সন্ধান করতেই হবে।' হিডকোর চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন বলেন, 'কলকাতা, ইন্ডিয়া গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের তরফ থেকে প্ল্যাটিনাম রেটিংয়ে গ্রিন সিটির মর্যাদা পেয়েছে। রাজ্য সরকার ই-গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। ভারী যানবাহনের ক্ষেত্রে জলবিদ্যুতের ব্যবহার পরবর্তী সময়ে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে।' পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব ড. প্রভাতকুমার মিশ্র বলেন, 'ব্যাটারিচালিত গাড়ির ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। ৮০টি বাসের জন্য ৭৭টি চার্জিং স্টেশন তৈরি করা হয়েছে। দূষণ কমাতে আরও ৫০টি ব্যাটারিচালিত বাস আনার কথা ভাবা হচ্ছে।'

সভায় সিওপি২৬-এর ইংল্যান্ড সরকারের প্রতিনিধি ড. জন মার্টন বলেন, গ্লাসগোতে এই সিওপি২৬-কে সফল করতে সরকারের সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন বিষয়ের উদ্ভাবকরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট (ডেজিগনেট) দেব এ মুখার্জি জানিয়েছেন, তাদের প্রতিনিধি দলও সিওপি২৬-এ যাবে। কলকাতার ব্রিটিশ হাইকমিশনার নিক লো বলেন, সঠিক সময়ে এটা হল সঠিক অনুষ্ঠান। দ্য এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউটের (টেরি) ডাইরেক্টর জেনারেল অজয় মাথুর বলেন, কলকাতায় বিদ্যুৎচালিত বাসের সংখ্যার বৃদ্ধি পাওয়াটা একটা ভাল দিক। বিসিসিআইয়ের এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট কমিটির চেয়ারপার্সন গৌতম রায় বলেন, এই সভার আগে আগেই শুরু হবে বিশ্ব অর্থনীতির পুনর্নির্মাণ। ছিলেন এক্সাইড লেক্ট্রাক্স এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের সিইও স্টেফান ল্যুইস, ডিভিসি-র সদস্য সচিব ড. পিকে মুখোপাধ্যায়, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের হোল টাইম ডিরেক্টর শুভাসেন্দু চ্যাটার্জি, ইন্ডিয়া পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেডের এমডি রাঘব রাজ কানোরিয়া-সহ অন্যরা। সভায় ভারতীয় উপমহাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়েও আলোচনা হয়। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ মন্ত্রকের পাওয়ার ডিভিশনের পাওয়ার সেলের ডিরেক্টর জেনারেল মহম্মদ হোসেন ছাড়াও ভারত, নেপাল ও ভুটানের প্রতিনিধিরা যোগ দেন।